গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.০৬.০৫৮.১৯-০১ তারিখঃ ০৭-০১-২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ১১১ দফা সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্সের ২য় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ১১১ দফা সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্সের ২য় সভা গত ২৩-১২-২০২০ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টাস্কফোর্সের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার কার্যবিবরণী নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডায়েরি নম্বর
তারিখঃ

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

০৭।০১।২০২১
(মোঃ জসিম উদ্দিন)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৪৬৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. জনাব শাজাহান খান, এমপি, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
৮. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, নওয়াব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
৯. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪. পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা
১৫. প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
১৭. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ৩৬ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, রমনা, ঢাকা

নম্বর ৬০ তারিখ ১১/১/২১
১। উপ-সচিব-সিঃ কঃ-১
২। উপ-সচিব সিঃ কঃ-২
যুগ্ম সচিব (নঃউঃ-১)

ডায়েরি নং ৬৮৭
তারিখ: 12 JAN 2021
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সিটি কর্পোরেশন-১)
উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা)

নম্বর নং ৩৪৫ তারিখ ১০।১।২১
১। যুগ্ম-সচিব (নঃউঃ-১)
২। যুগ্ম-সচিব (নঃউ-২)
৩। উপ-সচিব (সিঃকঃ১/২)
৪। উপ-সচিব (পৌর-১/২)
অতিরিক্ত সচিব (নঃউঃ)

স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রাপ্তির তারিখ ১০।১।২১
নম্বর

D:\BRTA & DTCA\BRTA-2019\Taskforce 058.19\Letter.docx

১৮. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), নগর ভবন, ঢাকা
১৯. ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব, কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২০. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, বনানী, ঢাকা
২১. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
২২. অতিরিক্ত আইজিপি, হাইওয়ে পুলিশ, ৩৪ শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
২৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
২৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা
২৫. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা
২৬. সৈয়দ আবুল মকসুদ, বিশিষ্ট কলামিস্ট ও গবেষক, ফ্ল্যাট নং-৫ডি, বাড়ি নং-২৫, রোড নং-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা
২৭. ড. শামসুল হক, অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা
২৮. কাজী সাইফুন নেওয়াজ, সহকারী অধ্যাপক, এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বুয়েট, ঢাকা
২৯. জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ১০৫, বড় মগবাজার, কারিমাছ প্লাজা (৮ম তলা), রমনা, ঢাকা
৩০. খন্দকার এনায়েত উল্লাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ ইউনিক হাইটস, বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন, ঢাকা
৩১. জনাব মোঃ ওসমান আলী, সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
৩২. জনাব মোঃ রুস্তম আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা
৩৩. নির্বাহী পরিচালক, ব্রাক, ব্রাক সেন্টার, ৭০ মহাখালী, ঢাকা
৩৪. জনাব রমেশ চন্দ্র ঘোষ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ী, গাবতলী, ঢাকা
৩৫. জনাব একেএম আকতার হোসেন, সভাপতি, বাংলাদেশ প্রাইম মুভার এসোসিয়েশন, নিউমুরিং, এনটিভি, ০১নং গেইট, মাদ্রাসা বিল্ডিং, চট্টগ্রাম
৩৬. জনাব তাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ট্রাক চালক ইউনিয়ন (আন্তঃ জেলা), তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, ২য় তলা, ঢাকা
৩৭. জনাব মোঃ ছাদিকুর রহমান হিরু, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা

<u>অনুলিপিঃ</u>

০১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
০২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণী সংযুক্ত)
০৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৪. সিনিয়র সহকারী সচিব, পুলিশ-৫ শাখা, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় (কার্যবিবরণী সংযুক্ত)
০৫. অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স এর ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	জনাব আসাদুজ্জামান খান মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
তারিখঃ	২৩-১২-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
সময়ঃ	সকাল ১১.৩০ টা
স্থানঃ	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সভায় উপস্থিত সাবেক মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপিসহ উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এবং জুম অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি বলেন যে, সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ২৪-১১-২০১৯ তারিখ টাস্কফোর্সের ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত এ সভা আহবান করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জানান, বিগত ১৭-০২-২০১৯ তারিখে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৬তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সড়কের শৃঙ্খলা জোরদারকরণ ও দুর্ঘটনা হ্রাসে করণীয় নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব শাজাহান খান এমপি মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ১১১টি সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সুপারিশসমূহকে আশু করণীয়, স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি এ ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। মোট ১১১টি সুপারিশের মধ্যে আশু করণীয় ৫০টি, স্বল্প মেয়াদি ৩২টি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ২৯টি।

০২। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভাকে জানান যে, গত ২৪-১১-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের ১ম সভায় সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ১১১ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ০৪(চার) জন সচিব/সিনিয়র সচিবকে সভাপতি করে ০৪(চার)টি কমিটি গঠন করা হয়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে সভাপতি করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট, এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগকে সভাপতি করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচারণা ও গণসচেতনতা বিষয়ক সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়কে সভাপতি করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগকে সভাপতি করে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিসমূহ ইতোমধ্যে তাদের নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক দাখিল করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনপূর্বক তা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৩। সভায় উপস্থিত জনাব শাজাহান খান, এমপি বলেন, গত টাস্কফোর্স সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল কমিটি কর্তৃক সুন্দর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সময়ে উক্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ পড়ার সুযোগ না থাকায় প্রত্যেক কমিটির সভাপতি তাদের নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করতে পারেন। তিনি গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

০৪। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত তার সভাপতিত্বে গত ২৩-০১-২০২০ ও ১২-০২-২০২০ তারিখে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩১টি আশু করণীয়, ১১টি স্বল্পমেয়াদী এবং ৪টি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি গৃহীত কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সভায় উপস্থাপন করেন।

০৫। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, গত ১৬-০১-২০২০ তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য ১৯-০২-২০২০ তারিখ এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সর্বমোট ৪০টি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়- যার মধ্যে ১৩টি আশু করণীয়, ১১টি স্বল্পমেয়াদী এবং ১৬টি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। তিনি গৃহীত কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা যেতে পারে বলে জানান।

০৬। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, গত ২৯-১২-২০১৯ তারিখ সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচারণা ও গণসচেতনতা সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অডিও, ভিডিও, টিভিসি, লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার ইত্যাদি কনটেন্ট তৈরির জন্য পরিচালক (চলচ্চিত্র), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর'কে আহবায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া, গত ২২-০৯-২০২০ তারিখ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচারণা ও গণসচেতনতা বিষয়ক সর্বমোট ১৭টি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়-যার মধ্যে ৬টি আশু করণীয়, ৯টি স্বল্পমেয়াদী এবং ২টি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। তিনি গৃহীত কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সভায় উপস্থাপন করেন।

০৭। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জানান যে, সড়ক পরিবহন সেক্টরের শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ১১১টি সুপারিশমালার মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নকল্পে গত ০৫-০২-২০২০ তারিখ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ০৪টি দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের ১১১ দফা সুপারিশের মধ্যে তাদের সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে বিআরটিএ কর্তৃক ২৪টি আশু করণীয়, ১৮টি স্বল্পমেয়াদী এবং ১৩টি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিআরটিসি কর্তৃক ১৩টি আশু করণীয়, ১টি স্বল্পমেয়াদী এবং ১টি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিটিসিএ কর্তৃক ৬টি আশু করণীয়, ৮টি স্বল্পমেয়াদী এবং ১১টি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ৮টি আশু করণীয়, ১২টি স্বল্পমেয়াদী এবং ১৪টি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

০৮। জুম অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত কাজী সাইফুন নেওয়াজ, সহকারী অধ্যাপক, এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বুয়েট, ঢাকা আশু করণীয় ৫০টির সাথে স্বল্পমেয়াদী ৩২টি সুপারিশ সংযুক্ত করে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে, সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য Indicator নির্ধারণ করতে হবে এবং কত শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে তাও নির্ধারণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন, ১১১টি সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য এই টাস্কফোর্স কাজ করছে। আপনার সম্মতি থাকলে ঢাকা মহানগরীতে সড়কের ধারণ ক্ষমতা বিবেচনায় কতগুলো এবং কী ধরণের যানবাহন চলাচল সমীচীন সে সংক্রান্ত সমীক্ষা কমিটিতে আপনাকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

০৯। জনাব মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সভায় বলেন, ঢাকা শহরে ৬৯টি স্থানে অন স্ট্রীট পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে উক্ত পার্কিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে সমস্যা হচ্ছে। এ জন্য একটি সিস্টেম ডেভেলপ করতে (টিকেট বা স্লীপ) হবে। ঢাকা শহরে মেয়াদ উত্তীর্ণ, ফিটনেসবিহীন ভাঙ্গাচোরা গাড়ী চলছে। মালিকেরা চুক্তিভিত্তিক চালক নিয়োগ থেকে বের হচ্ছেন না। চালকসহ শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেয়া প্রয়োজন। প্রতিদিন নতুন নতুন গাড়ী ঢাকা শহরে যোগ হচ্ছে। কতগুলো এবং কী ধরণের যানবাহন ঢাকায় চলবে সে বিষয়ে বুয়েট'কে সমীক্ষা করার জন্য দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থান থেকে চাঁদা তোলার অভিযোগ পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলেন, সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সড়কে রোড মার্কিং করা প্রয়োজন। বিআরটিএ মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের সময় সিটি কর্পোরেশনের টোল আদায় করতে পারে। এছাড়া বর্তমানে প্রত্যেকটি ফ্লাইওভার আতংকে পরিণত হয়েছে। সব জায়গায় লাইট না থাকায় রাতে সমস্যা বেশী হচ্ছে। তাই ফ্লাইওভারে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী বড় বড় বিল্ডিং এ ফ্লাশ লাইট লাগানো যেতে পারে। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, ইতোমধ্যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ফ্লাইওভারে লাইট লাগানোর জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

১০। জনাব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সভায় বলেন, ঢাকার বাহিরে গাড়ীচালকদের নিয়োগপত্র প্রদানের বিষয়ে মালিক শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঢাকাতে কেন হচ্ছেনা তা তাঁর বোধগম্য নয়। বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘন কুয়াশার জন্য সকালে ও রাতে ঘটে বলে তিনি জানান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধীরগতির গাড়ীর জন্য সড়কে দুর্ঘটনা ঘটছে। তবে, স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরণের গাড়ীর প্রয়োজন আছে। বন্ধ করে দিলে স্থানীয় জনগণের চলাচলের অসুবিধা হবে। তিনি ছোট গাড়ী না আনার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়ার অনুরোধ জানান।

১১। খন্দকার এনায়েত উল্ল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বলেন, তারা চালকসহ অন্যান্য শ্রমিকদের নিয়োগপত্রের বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে যতটা তৎপর মাঠ পর্যায়ে ততটা তৎপর নয়। বিভাগ বা জেলা পর্যায়ে এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিয়োগপত্র প্রদানের বিষয়ে তারা একমত। এ বিষয়ে মালিক ও শ্রমিক সংগঠন একমত হয়ে কাজ করলে নিয়োগপত্র দেয়া যায়। তারা ঢাকার গণপরিবহন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন বলেও জানান।

১২। জুম অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই বলেন যে, পথচারীকে আইনের আওতায় আনতে হবে। এলাকা ভিত্তিক মোবাইল কোর্ট থাকতে পারে। যে এলাকার পথচারী অপরাধ করবে সেখানেই মোবাইল কোর্ট তাদের বিচার হবে। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, বর্তমান সড়ক পরিবহন আইনে পথচারীরা আইন না মানলে শাস্তির বিধান আছে।

১৩। জনাব মোঃ ওসমান আলী, সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সভাকে জানান, বিভিন্ন মহল থেকে সুপারিশ আসার কারণে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ কর্তৃক আইন বাস্তবায়ন করতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তাঁর জানামতে, অনেক পরিবারে ৫/৭ টি প্রাইভেট কার থাকে। সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি একাধিকবার সভায় বলেছেন। বিআরটিএ কর্তৃক যানবাহনের সংখ্যার হিসাবের ক্ষেত্রে মোটরসাইকেলের সংখ্যা পৃথক করা বাঞ্চনীয়।

১৪। জনাব তাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন বলেন যে, সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কমিটিসমূহ কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। না হলে এর সুফল সড়ক পরিবহন মালিক/শ্রমিক সংগঠন বা জনগণ পাবে না। তিনি চালকদের নিয়োগপত্রের বিষয়ে সভায় আলোকপাত করেন। এছাড়া, ঢাকায় ২০ বছরের অধিক পুরাতন বাস এবং ২৫ বছরের অধিক পুরাতন ট্রাক চলাচলের বিষয়ে আলোচনা করেন। দুটির ক্ষেত্রে সময়সীমা এক করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১৫। জনাব মোঃ ছাদিকুর রহমান হিরু, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সভাকে জানান, দুই একটি কোম্পানীর কিছু গাড়ীর বৈধ রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকে। উক্ত রেজিষ্ট্রেশন নম্বরগুলো একাধিক গাড়ীতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৬। জনাব মল্লিক ফখরুল ইসলাম, বিপিএম, পিপিএম, অতিরিক্ত আইজিপি, হাইওয়ে পুলিশ, ঢাকা সভাকে অবহিত করেন যে, সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের এর বিষয়ে হাইওয়ে পুলিশ বিআরটিএ এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। হাইওয়েতে নসিমন, করিমন, থ্রি-হুইলার চলাচলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাঁরা এ পর্যন্ত ৬০০০ গাড়ী আটক করেছেন। হাসপাতাল, ফিলিং স্টেশন, স্কুল-কলেজ হাইওয়ের পাশে থাকার কারণেও অনেক সময় নসিমন, করিমন, থ্রি-হুইলারকে হাইওয়েতে উঠতে হয়। তিনি আরও বলেন, মহাসড়কের পাশে বিকল্প সার্ভিস রোড এবং স্বল্প দূরত্বে চলাচলের জন্য বিকল্প যানবাহন নেই। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভাকে জানান, সম্প্রতি বিভিন্ন হাইওয়ের পাশে সার্ভিস লেন হচ্ছে।

১৭। তথ্য সচিব বলেন, ঢাকা শহরে নতুন করে অধিক সংখ্যক গাড়ী সংযোজিত হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে যানজট প্রকট আকার ধারণ করবে। তাই ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে সড়কে যানবাহন ধারণ ক্ষমতা কত এবং কি ধরণের যানবাহন চলছে তা বুয়েট দ্বারা সমীক্ষা করা যেতে পারে।

১৮। জনাব শাজাহান খান, এমপি বলেন, ৭টি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে ১১১টি সুপারিশ করা হয়। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত পরিকল্পনায় আরও সংযোজনের সুযোগ রয়েছে। তিনি রাস্তার ডিভাইডার ও ফুটপাতে বেরিয়ার দেয়ার অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, বিআরটিএ ও অন্যান্য সংস্থার জনবল বাড়াতে হবে। তাছাড়া পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটিরিং এর জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয় মনিটরিং টীম গঠন করতে পারে। উক্ত টীমসমূহ প্রতি দু'মাস অন্তর অন্তর বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে রিপোর্ট দিবে। তিনি আরও বলেন, যে পরিমাণ গাড়ী বাড়ছে সে পরিমাণ চালক সৃষ্টি করতে না পারলে সমস্যা আরও বাড়বে। তিনি বলেন, সড়ক পরিবহন আইনে চালকদের নিয়োগপত্রের বিষয়ে বলা আছে। তাই আইনে জরিমানা সংযোজন করা যেতে পারে। শ্রমিকদেরকে নিয়োগপত্র দিলে তারা উপকৃত হবেন। ঢাকাতে চুক্তিভিত্তিক ড্রাইভার আছে এবং বিআরটিসিতেও চুক্তিভিত্তিক ডাইভার আছে। তিনি বলেন, হাইওয়েতে নসিমন, করিমন, ভটভটি এবং উল্টোপথে গাড়ী চালানো বন্ধ করতে হবে। বেশীরভাগ দুর্ঘটনা ঘটে এগুলোর জন্য। এ বিষয়ে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, দেশের ২২টি মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা এবং সকল প্রকার অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১৯। সভাপতি বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক তাদের নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, উদ্ভূত করোনা পরিস্থিতির কারণে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। তবে, কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। ঢাকা মহানগরীর ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত করতে হবে এবং ব্যাটারী চালিত রিক্সা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তাছাড়াও পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজী বন্ধ করতে হবে। চালকসহ অন্যান্য পরিবহন শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দিতে হবে।

২০। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১.	৪টি কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত কর্মপরিকল্পনাসমূহ অনুমোদন করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (বিস্তারিত তথ্যসহ) আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সভাপতি (সকল কমিটি)
০২.	গাড়ী চালক/কন্ডাক্টর/সুপারভাইজার ও হেলপারদের নিয়োগপত্র প্রদান করতে হবে। সড়ক পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠন যৌথভাবে আলোচনা করে নিয়োগপত্র প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	সড়ক পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠন
০৩.	ঢাকা মহানগরীতে সড়কের ধারণ ক্ষমতা বিবেচনায় কতগুলো এবং কী ধরনের যানবাহন চলাচল করা সমীচীন সে বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বুয়েট সুপারিশ প্রণয়ন করবে।	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বুয়েট
০৪.	মহানগরীর ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত করতে হবে এবং ব্যাটারী চালিত রিক্সা বন্ধের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
০৫.	সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সড়ক/মহাসড়কে রোড মার্কিং করাসহ ফ্লাইওভারসমূহে লাইটিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী উচ্চ ভবনে ফ্লাশলাইটের ব্যবস্থা করতে হবে।	ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
০৬.	মহাসড়কে স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের সুবিধার্থে বাস চলাচলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	সড়ক পরিবহন মালিক/শ্রমিক সংগঠন
০৭.	সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফশীল, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ-৪৪ অনুযায়ী যান্ত্রিক যানবাহন/পরিবহন উৎপাদনকারীর নিকট হতে বিআরটিএ'র মাধ্যমে কর আদায়ের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২১। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আসাদুজ্জামান খান)
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৪৮.১৯.৬৩৫

তারিখ: ০৭ আষাঢ় ১৪২৭
২১ জুন ২০২০

বিষয় : সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র সভাপতিত্বে গঠিত টাস্কফোর্সের ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন কমিটির প্রতিবেদন।

সূত্র : ১. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের স্মারক ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৬.০৫৮.১৯-৬৯৮, তারিখ: ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯;
২. স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০৪৮.১৯.১০১, তারিখ: ২২ জানুয়ারি ২০২০;
৩. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের স্মারক ৪৬.০২.০০০০.২০২.১৮.০০৩.১৯-৪২০, তারিখ: ০২ মার্চ ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র সভাপতিত্বে গঠিত টাস্কফোর্সের ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে সভাপতি করে ১১(এগার) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত টাস্কফোর্সের সভা এবং কর্মশালার মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন কমিটি'র সুপারিশ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

22/06/2020

আ. ন. ম. ফয়জুল হক
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: সহকারী সচিব, বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

অনুলিপি:

১। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। জনাব মোঃ লোকমান হোসেন মোল্লা, পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ ও সদস্য সচিব, উক্ত কমিটি।
৫। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd

মুজিববর্ষ 100

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নম্বর: ৪৬.০২.০০০০.২০২.১৮.০০৩.১৯-৪২০ তারিখ: ০২-০৩-২০২০ খ্রিঃ।

প্রতি,
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশ বাস্তবায়নে আয়োজিত কর্মশালা হতে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নংঃ ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০৪৮.১৯.১০১, তারিখ ঃ ২২ জানুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশ বাস্তবায়ন কর্মকৌশল নির্ধারণে গত ১৯-০২-২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালা হতে ৪০টি সুপারিশের বিপরীতে বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার সুপারিশ পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট ছকে সন্নিবদ্ধ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মোতাবেক- ৩২ পাতা

(সুশংকর চন্দ্র আচার্য)
প্রধান প্রকৌশলী
ফোনঃ ০২-৯১২৪০২৭
e-mail: ce@lged.gov.bd

অনুলিপি ঃ
১) জনাব বেগম সায়লা ফারজানা, যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২) জনাব আ.ন.ম. ফয়জুল হক, উপ সচিব (সিটি কর্পোরেশন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন মোল্লা, পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ।

স্মারক নং ২৭৬৭ তারিখ ২৫/৩/২০
১। অতিঃ সচিব (ন,উঃ-১/২)
২। যুগ্ম-সচিব-ন,উঃ-১/২
৩। উপ-সচিব-/সিঃ/পৌ-১/২
অতিরিক্ত সচিব (নঃউঃ)

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্ম-সচিব
৪) যুগ্ম-প্রধান
১) প্রশাসন
২) উন্নয়ন
৩) নগর উন্নয়ন
৪) পাস
৫) আইন
ডাইরি নং ২৫/০৩/২০২০ ৪৬

ডায়েরি নং ২৬৭
তারিখ: ১৫ মার্চ ২০২০
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সিটি কর্পোরেশন-১)
উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা)

AO_M Ministry

স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহের কর্মপরিকল্পনা

সুপারিশের ক্রমিক নং	সুপারিশ	মন্ত্রনালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
আশু করনীয় (ডিসেম্বর ২০১৯) মোট ১৩ টি)					
১	মোটরযান চালক, মালিক, পথচারী, যাত্রী সর্বোপরি সকল নাগরিকের মাঝে সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইলেক্টিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে সড়কে আচরণবিধি, ফুটপাত ও ফুটওভার ব্রীজের ব্যবহার, ট্রাফিক আইন, জনসচেতনতা বিষয়ক আলোচনা, নাটিকা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বিনামূল্যে ১ থেকে ৩ মিনিট বাধ্যতামূলকভাবে প্রচার করা; ঢাকা শহরের ফুটপাতে ছোট ছোট স্ক্রীনে, ফুটপাতে এমনকি বাসের টিকিটে এবিষয়ে প্রচারণা করা; এছাড়াও সড়ক ব্যবহারকারীদের মাঝে (চালক, যাত্রী ও পথযাত্রীদের) বিভিন্ন সচেতনতামূলক বক্তব্য সম্বলিত ব্যানার, লিফলেট তৈরী করে বিতরণ করা;	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন – পৌরসভা – সড়ক পরিবহন মালিক – সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন। – *তথ্য মন্ত্রণালয়*	• ঢাকা শহরের ফুটপাত ও ওভারব্রীজ অবৈধ দখলমুক্ত সহ ব্যবহার উপযোগী করা	৬ মাস	
			• কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশের টাস্কফোর্স কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা/আইন অমান্যকারীদের জরিমানা নিশ্চিতকরণ	৩ মাস	
			• ১ম পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন/রাজউকের অবৈধ ৫০ টি রাস্তা দখলমুক্ত করা এবং পর্যায়ক্রমে প্রশস্তকরণ	১ বছর	তথ্য প্রচার বিষয়ক বিষয় হলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে তথ্য মন্ত্রনালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
			• সকল সুবিধাভোগীদের নিয়ে জনসচেতনতা মূলক আলোচনা	১ বছর	
			• মসজিদে খুতবায় আলোচনা	১ বছর	
			• তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১-৩ মিনিটের নাটিকা প্রচারণা	৬মাস	
			• সিটি কর্পোরেশনের বিলবোর্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রচারণা	২ মাস	
			• টিকেট এবং বাসে জনসচেতনতা মূলক স্টিকার নিশ্চিতকরণ	১ বছর	
			• বেতার, টিভি স্ক্রল, নাটিকা, মেসেজ, কমিউনিটি রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার	৬ মাস	
২	স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ট্রাফিক আইন ও সড়ক ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুল-কলেজে সচেতনতা বিষয়ক প্রোগ্রাম আয়োজন করা; স্কুল কর্তৃপক্ষকে কমিউনিটি পুলিশের বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্কুলের সামনে ছাত্রদের রাস্তা পারাপার, গাড়িতে উঠা- নামা মনিটরিং করার ব্যবস্থা নেয়া;	• স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর • ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	• সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকসহ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা মূলক নাটিকা প্রচার ও আলোচনা করা • স্থানীয় অভিভাবক কমিটি দ্বারা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত এপ্রোনসহ ট্রাফিক পুলিশের সাথে যৌথভাবে বিষয় সমূহ মনিটরিং করা	১ বছর ৬ মাস	
৫	প্রতিটি জেলায় রেড ক্রিসেন্ট, পুলিশ, কমিউনিটি পুলিশ,রোভার স্কাউট, জনপ্রতিনিধি, মালিক- শ্রমিক প্রতিনিধি, স্থানীয় জনগণসহ বিভিন্ন সামাজিক	• পৌরসভা, • উপজেলা পরিষদ,	• জেলা ও উপজেলা উন্নয়ন কমিটির সমন্বয় সভায় সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ আলোচনা	৩ মাস	

সুপারিশের ক্রমিক নং	সুপারিশ	মন্ত্রনালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
	সংগঠনকে সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ফেরানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রোগ্রামে সম্পৃক্ত করা; গার্মেন্টস্, শিল্প কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমন কি আবাসিক এলাকা, ফ্লাট বাড়ি যেখানে অনেক মানুষ যাতায়াত করে সেখানে যেসব কারনে সড়ক দূর্ঘটনা ঘটে থাকে, সে বিষয়াবলীর উপর প্রচার- প্রচারণা চালানো এবং রাস্তা পারাপারে সচেতন করা; বিআরটি-এ, জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, পুলিশ, মালিক -শ্রমিক সংগঠন তাদের এলাকায় এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা;	• সড়ক পরিবহন মালিক সড়ক পরিবহন • শ্রমিক ফেডারেশন, • বাংলাদেশ পুলিশ।	• সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ নিজ- উদ্যোগে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রচারণা করবে • বিআরটিএ, জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, পুলিশ, মালিক-শ্রমিক সংগঠন লাইসেন্স বিহীন চালক এবং ফিটনেস বিহীন গাড়ী যেন চলাচল করতে না পারে স্ব স্ব এলাকায় তা নিশ্চিত করবেন	৬ মাস ১ বছর	
১৮	ফুটপাত দখলমুক্ত করে রেলিং নির্মাণ করা যেতে পারে যা জেব্রা ক্রসিং বা রাস্তা পারাপারের অন্য কোনো ব্যবস্থার কাছে গিয়ে শেষ হবে; প্রয়োজনীয় সমীক্ষার মাধ্যমে করিডোর ভিত্তিক পথচারী বান্ধব চলাচলের ব্যবস্থা করা যাতে করে পথচারীরা কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই চলাচল করতে পারে; যেখানে ফুটপাত নেই সেখানে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফুটপাত নির্মাণ করা এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা যেন অবৈধ দখল না হয়;	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	• ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ফুটপাত দখলমুক্ত নিশ্চিত করতে হবে; • ফুটপাতে অনুমোদিত স্থান ব্যতিত সকল স্থানে রেলিং নির্মাণ করতে হবে • প্রয়োজনীয় সমীক্ষার মাধ্যমে করিডোর বান্ধব পথচারী চলাচল নিশ্চিত করতে হবে • স্থানীয় কাউন্সিলর, জনপ্রতিনিধিসহ পুলিশের সহায়তায় সিটি কর্পোরেশন ফুটপাত দখলমুক্ত রাখার লক্ষ্যে সার্বক্ষনিক মনিটরিং নিশ্চিত করবে(চলমান)। • মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বিদ্যমান অবৈধ প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।	১ বছর ৪ মাস সার্বক্ষনিক	
১৯	পথচারীকে রাস্তার সমতলে পারাপারের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে এবং নারী, শিশু বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের চলাচলের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে পারাপারের ব্যবস্থা করতে হবে। জেব্রা ক্রসিং সবসময় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং সমীক্ষার মাধ্যমে বড় সংযোগস্থল যেখানে পথচারী পারাপার বেশি সেখানে পথচারীদের জন্য স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং সিস্টেম বা All Red System প্রবর্তন করা। ফুটওভার ব্রিজ, স্কাইওয়াক বা আন্ডারপাস নির্মাণে বিজ্ঞানভিত্তিক সার্ভে করে উপযোগিতা, স্থান ও পরিবেশ বান্ধব নকশা প্রণয়ন করা;	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	• বিজ্ঞান ভিত্তিক সার্ভে করে উপযোগীতা, স্থান ও পরিবেশ বান্ধব নকশা প্রণয়ন করে স্ব-স্ব সংস্থা সমতলে পারাপার, ফুট ওভারব্রীজ, স্কাইওয়াক/আন্ডারপাস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	১ বছর	
২০	স্কুল , কলেজ, মাদ্রাসা , ধর্মীয় উপাসনালয়ের সামনে উঁচু করে পথচারী পারাপারের জন্য (Raised Pedestrian Crossing) চিহ্ন দিয়ে তার	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	• অনেক বেশি পথচারী চলাচলের স্থানগুলি চিহ্নিত করা	২ মাস	

সুপারিশের ক্রমিক নং	সুপারিশ	মন্ত্রনালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
	পূর্বে এক সেট Rumble Strip দেয়া। এক্ষেত্রে মার্কিং সবসময় ঠিক রাখতে হবে।	• ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর • সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• যথাযথ প্রকৌশলগত ডিজাইন নিশ্চিত করা যথা- • Raised পথচারী পারাপার এবং Rumble Strip	৬ মাস	আশু করনীয় কার্যক্রমের বিপরীতে সময়সীমা পরিবর্তন করতে হবে।
			• Raised পথচারী পারাপার, Rumble Strip ও ট্রাফিক সাইন বাস্তবায়ন করা • পেভমেন্টে Retro-reflective রং প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ, এর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও ডাটাবেস সংরক্ষণ করতে হবে	১২ মাস প্রতি বছর	
২১	রাস্তার উপর ও পাশে ম্যানহোল, ডাস্টবিন ইত্যাদি না রাখা। যেসব ম্যানহোল সরানো যাবে না, তাদের ঢাকনাগুলো রাস্তার সাথে একই সমতলে রাখা। রাস্তার পাশে খোলা ড্রেন থাকলে তা ঢেকে দেয়া।	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	• ম্যানহোল/ ড্রেন/ ডাস্টবিনের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয় করা;	২ মাস	
			• খোলা ম্যানহোল/ড্রেন/ ডাস্টবিনে ঢাকনা প্রতিস্থাপন করা;	২ মাস	
			• অসমতল ম্যানহোল/ড্রেন/ডাস্টবিন সমতলে আনা এবং ঢাকনা প্রতিস্থাপন করা;	৪ মাস	
			• যেখানে সম্ভব সেখানে ম্যানহোল, ড্রেন, এবং ডাসবিন এর স্থান পরিবর্তন করা।	১ বছর	
	এছাড়াও সকল গতিরোধক (Speed hump or bump) এ Marking দেয়া।		• স্পীড হাম্প অথবা বাম্প এর স্থান চিহ্নিত করা।	২ মাস	
			• যথাযথ ভাবে সাইন এবং মার্কিং নিশ্চিত করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।	চলমান	
			• বাজেট বরাদ্দ রাখা;	প্রতি বছর	
			• ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা।	প্রতি বছর	
২২	দেশের সকল সড়কে প্রয়োজনীয় সাইন, মার্কিং, স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করা। সড়কের অবস্থা অনুসারে প্রযোজ্য সাইন, মার্কিং এর নমুনা বিশেষায়িত কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাচাই করা;	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর • সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর।	• রাস্তার জ্যামিতিক নকশা বিশ্লেষন করা	২ মাস	
			• রাস্তার সাইন, মার্কিং এবং সড়ক বাতি এর ব্যবস্থা করণ	২ মাস	
			• নামকরা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে নিরাপত্তা বিষয়ক ডিজাইনসমূহ যাচাই করা;	৭ মাস	

সুপারিশের ক্রমিক নং	সুপারিশ	মন্ত্রনালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
			• Sign, Marking ও সড়ক বাতি নেই এমন স্থানসমূহ চিহ্নিত/নির্ধারণ করা;	১ মাস	
			• নকশা মোতাবেক ভালমানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাইন, মার্কিং এবং সড়ক বাতি স্থাপন করা	১২ মাস	
			• ১ মাস পর পর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	চলমান	
			• এটি দুই পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ১ম পর্যায়ে অধিক যানবাহন চলে এমন রাস্তায় এবং ২য় পর্যায়ে কম যানবাহন চলাচলের রাস্তায়		
	মহাসড়ক, আঞ্চলিক সড়ক ও গ্রামীণ সড়কের সকল স্থানে রেট্রোরিফ্লেক্টিভ সাইন মার্কিং দেয়া এবং তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা;	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর • সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• Retro reflective সাইন এবং রোড মার্কিং বর্ণিত কাজ সমূহ এর প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে।	৩ মাস	
			• বর্ণিত কাজ সমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।	৩ মাস	
			• ২ মাস অন্তর অন্তর নিয়মিত পর্যাবেক্ষণ করতে হবে।	চলমান	
			• ডাটাবেজ সংরক্ষণ করতে হবে।		
	সাইন পোষ্ট বা এর উপরে বা সড়কের পাশে অপ্রয়োজনীয় পোষ্টার, বিলবোর্ড নিয়ন্ত্রণ করা। কারন এর ফলে রোড সাইন ঢেকে যায় বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়;	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর • সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• অপ্রয়োজনীয় পোষ্টার/বিলবোর্ড চিহ্নিত করতে হবে।	১ মাস	
			• উক্ত বিলবোর্ড সরিয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নোটিশ দিতে হবে।		
			• উক্ত পোষ্টার ও বিলবোর্ড অপসারন করতে হবে।	২ মাস	
			• ১ মাস অন্তর অন্তর নিয়মিত পর্যাবেক্ষণ করতে হবে।	চলমান	

সুপারিশের ক্রমিক নং	সুপারিশ	মন্ত্রনালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
২৩	মহাসড়কের ঢাল (Slope) থেকে উভয় পাশে ১০ মিটার করে ২০ মিটার জায়গায় কোনো প্রকার বাজার, স্থাপনা, দোকান ইত্যাদি নির্মাণ না করা এবং থাকলে তা অপসারণ করা। যদি এর মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থাকে তবে বিশেষজ্ঞ দ্বারা সেফটি মেজর নির্ধারণ করা;	• স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর • সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর।	• রাস্তার পার্শ্বে বাজার/দোকান/ কাঠামো চিহ্নিত করতে হবে। • কাঠামো মালিকদের নির্মিত কাঠামো অপসারনের জন্য নোটিশ দিতে হবে। • কাঠামো অপসারন নিশ্চিত করতে হবে। • অপসারন অযোগ্য কাঠামো জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। • অপর্যাপ্ত Right of way এর জন্য জমি অধিগ্রহন করতে হবে।		সড়কের উপর হাট বাজার থাকলে তা উঠানো অনেক কঠিন বিধায় বাই-পাস বা ফ্লাইওভার নির্মাণ করা যেতে পারে। সড়কের ROW এর মধ্যে encroachment থাকলে তা অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে। বিকল্প হিসেবে ROW বরাবর Boundary ওয়াল স্থাপন করা যেতে পারে। গ্রামীণ সড়কে সুনির্দিষ্ট ROW নেই বিধায় বাস্তবায়নকারী সংস্থা encroachment উচ্ছেদ করতে পারে না।
	মহাসড়কের পাশের সকল হাটবাজার অপসারণের লক্ষ্যে ইজারা বাতিল করা;		• প্রয়োজনে ইজারা বাতিলের জন্য ইজারা প্রাপ্ত নোটিশ দিতে হবে। • ইজারা বাতিলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।		
	মহাসড়কের পাশে বাজার নির্মাণের সময় দোকানের মুখ উল্টো দিকে দেয়া এবং রোড সাইন ব্যারিকেট দিয়ে বাজারের পেছন দিক দিয়ে সার্ভিস রোড নির্মাণ করা;		• বাজারের জন্য উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করতে হবে। • সকল সুযোগ সুবিধা সহ মার্কেটের ডিজাইন করা এবং সার্ভিস রোড ও রাস্তার সাইডে ব্যারিকেড দেওয়া; • ইজারার ব্যবস্থা করা।		
২৪	মহাসড়কের শোল্ডার (Hard or Soft) যেন ভাঙ্গা-চোরা না থাকে সেজন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং মহাসড়কে কোনো প্রকার গর্ত, উচুঁ-নিচু বা ভাঙ্গা থাকলে তা যত কম পরিমানেই থাকুক না কেন তা দ্রুত মেরামত করা।	• স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর • সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• দ্রুত মেরামতের লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ চালু রাখা • সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিয়মিত পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ করবে।	১ বছর	
২৫	ঢাকা মহানগর সহ বিভিন্ন মহানগরীতে গণপরিবহন বিশেষ করে বাস-মিনিবাসের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা দূরীকরণ ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজিং প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা। গণপরিবহনের সমস্যা সমাধানে বেশী সংখ্যক উন্নত মানের বিআরটিসি দোতলা বাস পরিচালনা করা এবং প্রয়োজনে এ খাতে ভর্তুকি প্রদান করা।	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • ডিটিসিএ	• ডিএসিসি'র মেয়রের নেতৃত্বে ঢাকা মহানগরীর বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজিং করার নিমিত্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। • উক্ত কমিটির সুপারিশ ক্রমে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অধীন 'Preparation of concept Design & Implementation Plan for Bus Route Rationalization & Company Based Operation of Bus Transit in Dhaka" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।	১ বছর	প্রয়াতঃ মেয়র আনিসুর রহমানের প্রস্তাবের আলোকে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজিং করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। বিআরটিসি কে অগ্রাধিকার দেয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তিতে দু-একটা সার্ভিস চালু করা যেতে পারে।

সুপারিশের ক্রমিক নং	সুপারিশ	মন্ত্রনালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
			এই প্রকল্পের আওতায় বাস রুটের সংখ্যা যুক্তিসংগতভাবে কমিয়ে এনে কোম্পানীর মাধ্যমে পরিচালনা করার ডকুমেন্টে তৈরী করা হবে। • ডিসেম্বর/২০২০ সালের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা মহানগরীতে ২/৩ টি রুটে বিআরটিসি বাসকে একক অপারেটর হিসেবে বাস পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে এবং রেপিডপাস এর মাধ্যমে ভাড়া আদায় করা যেতে পারে।		
৫৯	সাইকেল ও রিকসার পিছনে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ স্টিকার (রিফ্লেক্টর) লাগানো বাধ্যতামূলক করা যাতে রাত্রিকালীন অনালোকিত সড়কে তা দৃশ্যমান হয়।	• স্থানীয় সরকার বিভাগ	• আগামী ৩ মাস প্রচারণা চালিয়ে জুলাই/২০২০ হতে সাইকেল ও রিক্সার পিছনে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ স্টিকার (রিফ্লেক্টর) লাগানো বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।	৩ মাস	
৮৩	ফুটপাতে দোকান, হকার, নির্মান সামগ্রী, মালামাল ইত্যাদি যা পথচারী চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা বন্ধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা জোরদার করা।	• স্থানীয় সরকার বিভাগ • ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • পৌরসভা	• নিয়মিতভাবে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ফুটপাতের অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে রেগুলার মনিটরিং এর মাধ্যমে পথচারী চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা। • এক্ষেত্রে স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। • অবৈধ দখলদারদের তালিকা ছবিসহ প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গিয়ে দেয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের পরেও মালামাল বা স্থাপনা না সরালে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ তথা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে।	৬ মাস	
স্বল্প মেয়াদী (২০১৯-২০২১) মোট ১১ টি)					
৮	ড্রাইভিং স্কুলের প্রশিক্ষণের একটি মানদন্ড নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানের সিলেবাস প্রস্তুত করা এবং একটি সহজ ভাষায় Drivers Manual তৈরী করা। প্রতিটি স্কুলকে উক্ত সিলেবাস ও Manual এর আলোকে মোটরযান চালকদের প্রাশিক্ষণ প্রদান করা; অযান্ত্রিক বাহনের (রিকশা, সাইকেল ভ্যান) চালকের জন্য সহজবোধ্য নির্দেশিকা তৈরী করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহন করবে।	• স্থানীয় সরকার • ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • পৌরসভা	• এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চালকের জন্য সহজবোধ্য নির্দেশিকা তৈরি করা। • আগামী জানুয়ারী, ২০২১ সাল হতে অযান্ত্রিক বাহনের (রিকশা, সাইকেল, ভ্যান) চালকের জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা ও লাইসেন্স গ্রহণের সময় প্রশিক্ষণ গ্রহণে বাধ্য করা।	১২ মাস	

সুপারিশের ক্রমিক নং	সুপারিশ	মন্ত্রনালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
২৬.১	রাস্তার ফুটপাত এর উচ্চতা রাস্তা থেকে অন্তত ৮ ইঞ্চি এবং দুই প্রান্তকে ন্যুনতম ঢাল (v/h) ১ঃ১৫ থেকে ১ঃ২০করা। কোনোভাবেই ফুটপাথ এবং রাস্তা একই সমতলে মেলানো যাবে না।	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। • সড়ক জনপদ অধিদপ্তর।	• নতুন সড়কের ক্ষেত্রে সড়কের ডিজাইন এবং স্পেসিফিকশনে ফুটপাতের ন্যূনতম উচ্চতার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	৬ মাস	ড্রাইভার ও সহকারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন
			• সকল প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সড়কের ফুটপাতের জরিপ করতে হবে।	৬ মাস	
			• বিদ্যমান সড়কের ক্ষেত্রে সড়কের ফুটপাতগুলো ন্যূনতম উচ্চতায় আনয়ন করা।	৬ মাস	
২৬.২	জেব্রাক্রসিং ফুটপাথ , ফুটওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস সুন্দর, পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখা। ফুটওভারব্রিজ প্রয়োজনে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা।	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর।	• দৈনন্দিন রুটিন কাজে- সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।	৬ মাস	
			• প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ/দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	১২ মাস	
			• দায়িত্বপ্রাপ্ত ও মনিটরিং কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।	৬ মাস	
			• সিটি কর্পোরেশনের বাজেট বরাদ্দ করতে হবে ও পুলিশ বিভাগ মনিটরিং করবে।	১২ মাস	
২৭	রাস্তার ডিভাইডার বরাবর পথচারীদের জন্য প্রতিবন্ধক ফ্রেম (Barrier) স্থাপন করা যাতে যত্রতত্র রাস্তা পারাপার বন্ধ হয়। কোনো করনে এই প্রতিবন্ধক ফ্রেম (Barrier) নষ্ট হলে দ্রুত ঠিক করা।	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। • সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর।	• সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থা রোড ডিভাইডারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি দ্রুত জরিপ করবে। • সড়কের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা। • New Jersey টাইপের Barrier দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। • বাজেট বরাদ্দ প্রদান। • প্রাক্কলন ও ডিজাইনে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা।	১২ মাস	
২৮	সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহন করে গুল্ম জাতীয় গাছ ব্যতিত রাস্তার ডিভাইডারের উপর অন্য কোনো গাছ না লাগানো।	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	• বনবিভাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করা (দূষণ রোধ সহায়ক প্রজাতি/পরিবেশ বান্ধব জাতীয় গাছ) এবং গাছ লাগানো	৮ মাস	

সুপারিশের ক্রমিক নং	সুপারিশ	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
		• স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। • সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর।			
২৯.১	সড়ক- মহাসড়কে ও আঞ্চলিক সড়কে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাত্রী উঠানামার জন্য বাসষ্টপেজ বা বাস -বে, যাত্রী ছাউনি, লেফট লেন ইত্যাদি স্থাপন করা এবং বাস ষ্টপেজ পরিষ্কার ও দখল মুক্ত রাখা। সড়কের সংযোগস্থল থেকে যানবাহনের পরিমাণ , সড়কের লেন, গতিসীমা ও পার্শ্ববর্তী পরিবেশের উপর নির্ভর করে পর্যাপ্ত দূরত্বে বাসষ্টপেজ বা বাস -বে প্রদান এবং সম্ভব হলে যাত্রী ছাউনি ও বসার ব্যবস্থা করা।	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। • সড়ক পরিবহন মালিক ফেডারেশণ।	• Bus stoppage/Bus bay এর জন্য Highway এর সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন/জরিপ করা। - • ডিজাইন, প্রাক্কলন ও বাজেট বরাদ্দ। • বিদ্যমান Bus bay গুলোতে যানবাহনের থামার বিষয়টি নিশ্চিত করা/উপযোগীকরণ। (পুলিশ বিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত করবে)। • Bus bay পরিষ্কার, নিরাপদ ও দখলমুক্ত রাখার জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব প্রদান।	১২ মাস ১২ মাস ৮ মাস	
২৯.২	ঢাকার প্রয়োজনীয় সব স্থানে বাস-বে, ষ্টপেজ করা সম্ভব না হলে সংযোগস্থল থেকে পর্যাপ্ত দূরত্বে ফুটপাতের কিছু অংশে পথচারী চলাচলে বিঘ্ন না করে অস্থায়ীভাবে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থাসহ বাস থামার ব্যবস্থা করা।	• ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। • সড়ক পরিবহন মালিক ফেডারেশণ।	• প্রয়োজনীয় জরিপ করে বাস মালিক সমিতি, সিটি কর্পোরেশন ও পুলিশ বিভাগ বিষয়টি বাস্তবায়ন করবে।	১২ মাস	
৩০.১	প্রয়োজনীয় সার্ভে করে রাস্তার Long Section কে রাম্বল স্ট্রিপ দিয়ে Segment এ ভাগ করা যেতে পারে যাতে চালক অতিরিক্ত গতিতে চালানোর সময় সতর্ক হতে পারে।	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি – কর্পোরেশন – স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• সার্ভে সম্পন্ন করা। • নির্ধারিত Standard অনুযায়ী Rumble Strip Design করা। (পুলিশ বিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত করবে)। • Digital Speed Recorder Display ও তাৎক্ষনিক ছবি গ্রহণ।	১২ মাস ২ মাস ২ বছর	
৩০.২	দুই লেনের ডিভাইডারবিহীন রাস্তায় মধ্যলাইন	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি	• সার্ভে করা। • নির্ধারিত Standard অনুসারে Design, বাজেট করা।	১ বছর ১ বছর	

সুপারিশের ক্রমিক নং	সুপারিশ	মন্ত্রনালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
	রাম্বল ষ্ট্রিপ(Center Line Rumble Strip) দেয়া এবং কিছুদুর পর পর গতি অনুযায়ী ষ্টিড দেয়া। মহাসড়কে দুইপাশে প্রান্তলাইন রাম্বল ষ্ট্রিপ (Edge line Rumble Strip) দেয়া।	– কর্পোরেশন – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• Cats eye জাতীয় Stone Rumble Strip এ স্থাপন (রাত্রিকালীন Design ও নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য।	২ বছর	
৩১	নতুন যে কোনো রাস্তা নির্মাণ বা Rehabilitation এর সময় সড়ক নিরাপত্তার জন্য সব ধরনের Road Safety Measure আছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নিয়মিতভাবে রোড সেফটি ইন্সপেকশন বা রোড সেফটি অডিট করা। পূর্বে নির্মিত মহাসড়ক, গ্রামীণ রাস্তা বা রিজিওনাল সড়কে পর্যায়ক্রমে রোড সেফটি ইন্সপেকশন করে সে অনুসারে ঝুঁকি হ্রাসকরণের পদক্ষেপ নেয়া;	– স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট গঠন করতে হবে। • সড়ক নিরাপত্তা অডিট ম্যানুয়েল প্রস্তুত করতে হবে। • নিরাপত্তা চেক লিফ্ট প্রস্তুত করতে হবে। • নিরাপত্তা অডিট টিমকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।	৬ মাস ৬ মাস ৬ মাস	রোড় সেফটি ম্যানুয়াল এর মধ্যে চেক লিষ্ট অন্তর্ভূক্ত করতে হবে রোড় সেফটি ম্যানুয়াল তৈরীর সময় কমিউনিটি মতামত নিতে হবে।
	নতুন কোনো রাস্তা নির্মাণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় স্থানীয় বাসিন্দার (Local Community) মতামত গ্রহন করা।	– স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• উঠান বৈঠক, লিফলেট বিতরণ • Website এ মতামত গ্রহণ • প্রশ্নমালার মাধ্যমে মতামত গ্রহণ • স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যম মতামত গ্রহণ	বাস্তবায়নের সময়সীমা: নতুন রাস্তা নির্মাণের পূর্বে অন্তত ৩ মাস	
৩২	লেভেল ক্রসিং ও বাজার সংশ্লিষ্ট রাস্তা এবং বাস স্টপেজে যতটুকু সম্ভব কংক্রিট (Rigid Pavement) এর রাস্তা বানানো এছাড়াও সড়ক বা মহাসড়কে অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং বন্ধ করা।	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন – বাংলাদেশ রেলওয়ে	• ঝুঁকিপূর্ণ বাজার, বাস স্টপেজে অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং সনাক্তকরণ, তালিকা তৈরী এবং প্রয়োজনীয় Safety Measure নেয়া	২ বছর	৩২ ও ৩৩ নং সুপারিশ পলিসিগত, এজন্য পলিসি প্রণয়ন করা যেতে পারে। RHD and LGED তে প্রস্তুতকৃত রোড় সেফটি ম্যানুয়াল বছরে একবার রিভিউ করতে হবে।
	রেল ক্রসিং এর রাস্তা ও রেল পথকে একই সমতলে না রেখে রেলপথকে প্রাধান্য দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তা Grade Separation করা।	–	• রাস্তা ও রেল ক্রসিং একই সমতলে না রেখে elevated রাস্তা নির্মাণের জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা	২ বছর	
৩৩.১	মহাসড়কে দূর্ঘটনাপ্রবণ স্থানে যেমন ব্রিজ, লেভেল ক্রসিং, বাজার ও বাঁক এর পূর্বে সর্বোচ্চ গতিবেগ নির্ধারণপূর্বক পর্যায়ক্রমে তিন সেট রাম্বল ষ্ট্রিপসহ অন্যান্য সাইন -মার্কিং বসানো। এছাড়াও এ সমস্ত স্থানের নিরপদ নকশা প্রস্তুত ও রাস্তার দু পাশে বিশেষজ্ঞ বা গাইড লাইন দ্বারা Sight Distance নির্ণয়পূর্বক গাছপালা কেটে দেয়া যাতে করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা না থাকে।	– স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান চিহ্নিতকরণ • প্রয়োজনীয় Sign-Marking বসানো, স্বল্প মেয়াদীতে প্রচলিত Sign-Marking, দীর্ঘ মেয়াদীতে ডিজিটাল Display (Network এর আওতায়) • Retro Reflective Measures গ্রহণ করা • নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ	২ বছর	
৩৩.২	সরু ব্রিজ একটি দূর্ঘটনাপ্রবণ স্থান। মহাসড়কে সকল সরু ব্রিজে Sign-Marking এর পাশাপাশি টেপারিং করে দেয়া।			২ বছর	

৭৪

সুপারিশের ক্রমিক নং	সুপারিশ	মন্ত্রনালয়/দপ্তর/সংস্থার নাম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	মন্তব্য
৩৩.৩	খাদের গভীরতা ও সড়কের ঢালের উপর ভিত্তি করে মহাসড়কের পাশে গার্ড রেইল স্থাপন করা।	– স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• স্বল্প মেয়াদে সরু ব্রীজের স্থান নির্বাচন করে Sign-Marking বসানো এবং RRSM (Rural Road Safety Manual) অনুসরণ করে টেপারিং করা। • দীর্ঘ মেয়াদে সরু ব্রীজের পরিবর্তে নতুন ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে • ঝুঁকি চিহ্নিত করে সড়কের পাশে গার্ড রেইল স্থাপন করা ।	৩ বছর ২ বছর	
৬২	রিকশাকে এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে প্রধান সড়ক থেকে সরিয়ে ফেলা। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা করে ঢা কার রাস্তায় রিকশা চলাচলের বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহন করা। রিকশা কোথায় চলবে এবং কীভাবে রাজধানীকে আস্তে আস্তে রিকশা মুক্ত করা যাবে তার বিশদ পরিকল্পনা করা; বিদ্যমান রিকশার ডিজাইন পরিবর্তন করে যাত্রীবন্ধব ও নিরাপদ রিকশা প্রচলন করা।	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	• রিকশা চালকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে কর্মশালা করতে হবে। • বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করা। • জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ করতে হবে (টিভিতে, রেডিওতে প্রচার)। • রিকশা চলাচল মুক্ত করণের লক্ষ্যে সড়ক চিহ্নিতকরণের জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে। • বিদ্যমান রিকশার ডিজাইন পরিবর্তন করে যাত্রীবান্ধব ও নিরাপদ রিকশা প্রচলন করা। • টাউন সার্ভিস বাস চালু করা।	৬ মাস ৬ মাস ৬ মাস ১২ মাস ১২ মাস ১২ মাস	ঢাকা শহরে রিকসা উঠানো কঠিন বিষয়। বিকল্প রিকসা ডিজাইন করা হলে তা সহজে চালানো যেতে পারে।
১০৩	গণপরিবহন রেজিস্ট্রেশন ও রুট পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে গাড়ি রাখার পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।	– সিটি কর্পোরেশন, – স্থানীয় সরকার (সাহায্যকারী সংস্থা) – বিআরটিএ	• সিটি কর্পোরেশন বিআরটিএর সহযোগিতায় পার্কিং স্থান চিহ্নিত করবে • প্রতিদিন রেজিষ্টেশন এর জন্য আসা গণপরিবহন এর সংখ্যার ডাটাবেস তৈরী করা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পার্কিং নিশ্চিত করা	১২ মাস ২ বছর	

দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৯-২০২৪) মোট ১৬ টি)

৩৫.১	প্রয়োজনীয় সার্ভে করে কিছু কিছু রাস্তার সংযোগস্থল উঁচু (raised intersection) করে দেয়া। একই সাথে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সমীক্ষা করে যান চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ইউ-লুপ, ওভারপাস ইত্যাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্মাণ করা ;	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি – কর্পোরেশন – স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• স্বল্প মেয়াদি: ইতোমধ্যে চিহ্নিত স্থান সমূহে ইউলুপ অভারপাস/ আন্ডারপাস নির্মান। • মধ্যমেয়াদি সমীক্ষা: Traffic/ Transportation/অর্থনৈতিক/সামাজিক/ পরিবেশ বিষয়ক সমীক্ষার মাধ্যমে সংস্থা সমূহের আওতায় কতগুলো রাস্তায় অভারপাস/ আন্ডারপাস ও level Crossing চিহ্নিত করা।। • দীর্ঘ মেয়াদি: সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদি নির্মানের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। • স্বল্প মেয়াদি গবেষনা: ইতোমধ্যে তৈরীকৃত অবকাঠামো সমূহ কার্যকারিতা সম্পর্কিত গবেষণালব্দ জ্ঞান থেকে মধ্য মেয়াদি কর্মকান্ডে তার প্রতিফলন। • মধ্যমেয়াদি গবেষনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদি কর্মকান্ডে তার প্রতিফলন।	১ বছর ২ বছর ৫ বছর	স্টাটি/অধ্য বিষয়ক সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্লাক স্পট (Black spot) সনাক্ত না করে
৩৫.২	বড় রাস্তার সাথে ছোট রাস্তার সংযোগস্থল সমূহ বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান বা সার্ভে করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছোট রাস্তার প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া এবং ঐ রাস্তার গাড়ি কীভাবে যাতায়াত করবে তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন – স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• স্বল্প মেয়াদি অনুসন্ধান: তিন দপ্তর কর্তৃক সার্ভের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঝুকিপূর্ণ সংযোগ স্থল সমূহ চিহ্নিত করণসহ ছোট রাস্তার বিকল্প রাস্তা চিহ্নিত করণ এবং বাস্তবতার নিরিখে ঝুকিপূর্ণ সংযোগ সমূহ অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্যে একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করবেন। কোন কোন Intersection গুলো ঝুকিপূর্ণ তা নির্ধারণ করবেন।সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে Engineering measure গ্রহণ করবেন। সে ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কমানোর জন্য Low speed যানবাহন যাতে High way সমূহে না উঠতে পারে সে ধরনের সতর্কতামূলক Road sign প্রদান করা।	৩ বছর	
৩৬	মহাসড়কের সাথে ছোট রাস্তার সংযোগস্থল নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষজ্ঞ দ্বারা সার্ভে করে মহাসড়কের সাথে অন্য ছোট রাস্তার সংযোগস্থলগুলোকে নিরাপদ করা। এক্ষেত্রে সংযোগস্থলের নিরাপদ ডিজাইন করে ছোট রাস্তায় গতি কমানোর	– স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• Feeder Road সমূহ High way'র সাথে Right angle এ সংযোগ না দেওয়া। • Feeder Road হতে High way তে Access সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে Feeder	৩ বছর	

	ব্যবস্থা প্রদান করা যাতে করে ফিডার রোড থেকে সরাসরি মহাসড়কে উঠতে না পারে । প্রয়োজনে ঐ সমস্ত স্থানে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা ।		Road সমূহ একমুখী করে Service road এর সাথে সংযোগ দেওয়া । • প্রয়োজনীয় Sign, Marking,Street breaker দিয়ে Feeder Road এর Transportation সমূহের Speed কমিয়ে দেওয়া ।		
৩৭	ঢাকা শহরের রাস্তাগুলোর বর্তমান অবস্থার উপর একটি সমীক্ষা করে তার ভিত্তিতে রাস্তা প্রশস্তকরণ ও বিকল্প রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া । একই সাথে ত্রুটিপূর্ণ রাস্তা চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা করা ।	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি – কর্পোরেশন	• রাস্তা সমূহ প্রশস্তকরণার্থে জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করণ । • ত্রুটিপূর্ণ রাস্তা সার্ভের মাধ্যমে চিহ্নিত করণ ও পুন:নির্মান ও বাস্তবায়ন ।	৪ বছর	
৩৮	আধুনিক স্বয়ংক্রিয় নজরদারি জরুরি অবস্থার দ্রুত মোকাবেলার মাধ্যমে সড়ক-মহাসড়কের দূর্ঘটনা ও প্রাণহানি কমানোর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর পক্ষে প্রকল্প গ্রহন করা ।	– স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর । – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সমূহের দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকার মধ্যে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনয়ন করা এবং সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে সড়ক সমূহের দূর্ঘটনা প্রবণ স্থান সমূহ চিহ্নিত করণ এবং সেই সকল দূর্ঘটনা প্রবণ এলাকা সমূহে জরুরী টেলিফোন সেবা স্থাপন করা ।	১ বছর	
৩৯	নতুন মহাসড়ক নির্মনের সময় এবং নির্মিত মহাসড়কে অবশ্যই সার্ভিস রোড এর ব্যবস্থা রাখা এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর ভিন্ন লেভেলে (Grade Separated) ক্রসিং এর ব্যবস্থা রাখা ।	– স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর । – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• Level Grade সমূহ সার্ভের মাধ্যমে নির্ধারণ করে সেই সব স্থানে Level Grade এর ব্যবস্থা করণ ।	৩ বছর	
৪০	দূর্ঘটনার তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দূর্ঘটনাপ্রবণ স্থান (Black Spot) সমূহ চিহ্নিত করে, সড়ক বা মহাসড়কের ঐ স্থানগুলোকে ইন্সপেকশন করে Safety Measure ডিজাইন করে তা বাস্তবায়ন করা সংস্কার পদক্ষেপ গ্রহন দেরি হলে সতর্কতা চিহ্ন বা বার্তা প্রদান করা । প্রতি তিন বছর পরপর দূর্ঘটনাপ্রবণ স্থান (Black Spot) এর তালিকা হালনাগাদ করা	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি – কর্পোরেশন – স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• স্বল্প মেয়াদি: ইতোমধ্যে যে সকল Black Spot রয়েছে তার Safety Measure গ্রহণ করা ও বাকি সড়ক সমূহের সমীক্ষা করা • মধ্যম মেয়াদি; প্রাপ্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে Safety Measure Design ও বাস্তবায়ন করা । • দীর্ঘ মেয়াদি; সমস্ত সড়ক সমূহে কার্যক্রম চলমান রাখা ।	১ বছর ২ বছর ৫ বছর	
৪১	প্রয়োজনীয় সমীক্ষার মাধ্যমে যেসব সড়কে সাইকেল/মোটরসাইকেলের ব্যবহার বেশি সেখানে সাইকেল/মোটরসাইকেল লেন প্রদান করার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করা ।	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	• যেসব সড়কে সাইকেল/মোটর সাইকেলের ব্যবহার বেশি সেখানে সাইকেল/মোটর সাইকেল লেন প্রদান করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দ্বারা TOR প্রণয়নপূর্বক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ	২ বছর	
৪২	স্কুলের পাশের রাস্তার (সড়ক - মহাসড়ক) গতিসীমা যদি ৩০ কিমি /ঘন্টা বা তার চাইতে বেশি হয় তবে School Zoning করে দেয়া । এছাড়াও স্কুলে যাতায়াতের জন্য স্কুল বা এলাকা ভিত্তিক স্কুল বাস সিস্টেম চালু করা	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি – কর্পোরেশ	• স্কুলের পাশের রাস্তার (সড়ক-মহাসড়ক) গতিসীমা যদি ৩০ কিমি/ঘন্টা বা তার চাইতে বেশি হয় তবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে School Zoning করাঃ • Digital Information Sign		

		– স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• Zebra Crossing (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Signal বাতিসহ) • Speed Breaker • ফুটপাত Guard Rail • ভিন্ন সারফেস/টেক্সচারের রাস্তা যেমন-সিসি ব্লক • সিসি ক্যামেরার আওতাভূক্তকরণ • পর্যাপ্ত Sign & Marking • Walk way • সড়ক ও মহাসড়ক মেরামত/পুনর্বাসন কাজে School Zoning বিবেচনা করা • স্কুলে যাতায়াতের জন্য স্কুল বা এলাকাভিত্তিক স্কুল বাস সিস্টেম চালু করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয় ভূমিকা পালন করবে এবং এ বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করা যেতে পারে।	৩ বছর	
৪৫	শহরের ভেতর কোনো আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণ না করে শহরের বাইরে নির্মাণ করা। সিটি বাস টার্মিনালের স্থান নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ মতামত নেয়া। টার্মিনালে বহুতল পার্কিংসহ যাত্রী ও চালকদের বিশ্রাম, কমনরুম, সেমিনার রুম, শৌচাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা।	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন – জেলা পরিষদ	• শহরের বাইরে আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইসহ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা। • সিটি বাস টার্মিনালের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা-	২ বছর ২ বছর	
৪৬	বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে ঢাকা শহরের অনস্ট্রিট পার্কিং স্থান নির্ধারণ করে তার সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে ডিএমপি কর্তৃক একটি ডিজিটাল অনস্ট্রিট পার্কিং সিস্টেম প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা যা ট্রাফিক বিভাগ (ডিএমপি) এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ঢাকা শহরের বহুতল পার্কিং স্থাপনা নির্মাণ করা। এক্ষেত্রে ফুলবাড়িয়া, আনন্দ বাজারসহ অন্যান্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করা; ঢাকা মহানগরীতে যান চলাচলে শৃঙ্খলা আনয়নে অত্যাধুনিক সিগন্যাল লাইট ব্যবস্থাপনা চালুর বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করা। এক্ষেত্রে একটি পরীক্ষামূলক পাইলট প্রকল্প গ্রহন করা	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	• সমীক্ষার মাধ্যমে ঢাকা শহরের পার্কিং স্থান নির্ধারণ। • ডিএমপি কর্তৃক একটি ডিজিটাল অনস্ট্রিট পার্কিং সিস্টেম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিচালন • ঢাকা শহরে বহুতল অনস্ট্রিট পার্কিং স্থাপনা নির্মাণ করা। এক্ষেত্রে ফুলবাড়িয়া, আনন্দবাজারসহ অন্যান্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করা। • ঢাকা মহানগরীতে যান চলাচলে শৃংখলা আনয়নে অত্যাধুনিক সিগনাল লাইট ব্যবস্থাপনা চালুর বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করা। এক্ষেত্রে একটি পরীক্ষামূলক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা। • ঢাকা শহরে বহুতল পার্কিং স্থাপনে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ	১ বছর ২ বছর ২ বছর ২ বছর	

			বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রদান করবেন ○ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ○ Traffic Play ground ○ পোস্টার, বিলবোর্ড ও ব্যানার ○ স্থানীয় পত্রিকা প্রচার ○ লোকজ গান, পথ নাটক ○ স্থানীয় মিডিয়া ও টিভি চ্যানেল • লেম্যানকে প্রাথমিক চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও ফার্স্ট এইড বক্স প্রদান করা		
৫০	সড়ক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের বাৎসরিক মুনাফার ১-২% সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক তহবিলে জমা করতে পারে। একটি কমিটির মাধ্যমে উক্ত তহবিল পরিচালিত হবে যা সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম যেমনঃ জরুরী চিকিৎসা সংক্রান্ত, প্রশিক্ষণ, গবেষণা সচেতনতা ইত্যাদি খাতে ব্যয় হবে।	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি – কর্পোরেশন – স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• হাট-বাজার থেকে ইজারা লব্ধ অর্থের কিছু অংশ সড়ক নিরাপত্তা তহবিলে জমা রাখা। • Some research ideas • Low cost road sign and pole design • Advance awareness system in level crossing • Low cost submersible road design (Plastic road)	৩ বছর	
৫১	সড়ক দূর্ঘটনার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে একটি বিস্তারিত এবং আধুনিক ডাটাবেজ তৈরি করা। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষনা ও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য উক্ত ডাটাবেজ একই সাথে এআরআই এবং বিআরটিএ কর্তৃক প্রচলিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা। পাশাপাশি অন্যান্য উৎস যেমন ফায়ার সার্ভিস, পত্রিকা, টিভি চ্যানেল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইত্যাদি এর তথ্য সংগ্রহ করে তার সন্নিবেশ করতে হবে যাতে তথ্য বিভ্রাট না ঘটে। ঢাকা মহানগর সহ পার্শ্ববর্তী শহরের সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাস ও যানবাহন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, গবেষনা, পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য ডিটিসিএ তে Road Safety and Vehicle Management শাখা স্থাপন করা।	– স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর – সাহায্যকারী সংস্থা	• এলসিএস গ্রুপের জন্য একটি দুর্ঘটনা তথ্য সংগ্রহের ফর্ম তৈরি করে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তথ্য সংগ্রহ করা • মোবাইল এ্যাপস তৈরি • এলজিইডি'র রোড সেফটি ইউনিট (কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক) কে উন্নত প্রশিক্ষণ, জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানের মাদ্যমে অধিকতর কার্যকর করা • অন্যান্য সংস্থার সাথে বছরে দুটি সমন্বয় মিটিং করা ও একটি প্রতিবেদন (Newsletter) প্রকাশ করা • সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস ও যানবাহন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা, পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য এলজিইডি তে Road Safety and Vehicle Management কে উন্নত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর করা।	৩ বছর	

৫২	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিটিসিএ,সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সড়ক নির্মাণ,রক্ষণাবেক্ষণ, Work Zone Safety ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও নিয়মিত সংস্করণ করা। এছাড়া ও বিআরটিএ কর্তৃক যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষা, গাড়ি চালনা বিষয়ক ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও নিয়মিত সংস্করণ করা। বিআরটিএ এর Traffic Sign Marking Manual এ বাংলাদেশের সড়ক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন কিছু সাইন সংযোজনপূর্বক হালনাগাদ করা।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	• আপডেট করার প্রস্তুতি গ্রহন করতে হবে। • প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণে ম্যানুয়াল হলোঃ • গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ অডিট ম্যানুয়াল • সড়ক নিরাপত্তা অডিট ম্যানুয়াল (এলজিইডি) • Work zone নিরাপত্তা ম্যানুয়াল • গ্রামীণ সড়ক নিরাপত্তা ম্যানুয়াল • সড়ক নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল • সড়ক ট্রাফিক সাইন ও মার্কিং গাইডলাইন স্কুলের বাচ্চাদের জন্য সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত বার্তা বই	৩ বছর	
১০৭	ঢাকার কমলাপুরে অবস্থিত আইসিডি (Inland Container Depot) এবং তেজগাঁও এ অবস্থিত সিএসডি (Central Storage Depot) কে ঢাকার বাইরে গাজীপুর- শ্রীপুরের ইজ্জতপুরে বা অন্য যেকোনো স্থান যেখান দিয়ে বেশি সংখ্যক কার্গো আসা-যাওয়া করে সেখানে দ্রুত স্থানান্তর করা।	• স্থানীয় সরকার বিভাগ	• এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে Inland Container Depot এবং Central Storage Depot কে স্থানান্তরের বিষয়ে উদ্যোগ নেবে।	৪ বছর	

২/৩/২০২০
মোঃ মোজাম্মেল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক নিরাপত্তা)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
সদর দপ্তর, ঢাকা।

২/৩/২০২০
সৈয়দ আব্দুর রহিম
নির্বাহী প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ)
এলজিইডি, সদর দপ্তর
ঢাকা-১২০৭

02/03/2020
বিপুল চন্দ্র বনিক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
সদর দপ্তর, ঢাকা।

02.03.2020
সেখ মোহাম্মদ মহসিন
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
সদর দপ্তর, ঢাকা।

সুশংকর চন্দ্র আচার্য্য
প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত হবে)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন -১ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০৪৮.১৯.১০১

তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪২৬ / ২২ জানুয়ারি ২০২০

অফিস আদেশ

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার বিভাগসংশ্লিষ্ট সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি কর্মশালা আয়োজন করার জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হল:

১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি - আহ্বায়ক
২। বেগম সায়লা ফারজানা, যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
৩। জনাব আ. ন. ম. ফয়জুল হক, উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
৪। জনাব মোঃ লোকমান হোসেন মোল্লা, পরিচালক (ইঞ্জি.), বিআরটিএ - সদস্য-সচিব

২। উক্ত কমিটি আগামী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে একটি কর্মশালা আয়োজন করবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল।

26.01.2020

মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৩৬২৫
ই-মেইলঃ lgcc1@lgd.gov.bd

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০৪৮.১৯.১০১/১(৫০)

তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪২৬ / ২২ জানুয়ারি ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

(১) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলাশী, ঢাকা।
(৩) মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ দপ্তর, ঢাকা।
(৪) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
(৫) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
(৬) কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ইস্কাটন, ঢাকা।
(৭) অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/ প্রশাসন/ উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৮) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা।
(৯) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ, মতিঝিল, ঢাকা।
(১০) অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
(১২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, প্লট ২৩-২৬, রোড নং-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
(১৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা।
(১৪) যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৫) অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৩৪ শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
(১৬) অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, হাউস-১৩, রোড-০৭, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা।
(১৭) যুগ্মপ্রধান, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৮) জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
(১৯) পরিচালক (ইঞ্জি.), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), এলেনবাড়ি, বনানী, ঢাকা-১২১২।
(২০) পরিচালক, দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলাশী, ঢাকা।
(২১) উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২/ পৌর-১/ পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২২) সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ইউনিক হাইটস, শাহাবাগ, ঢাকা।
(২৩) সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
(২৪) সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস/ ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, আহসানউল্লা ভবন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
(২৫) সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

26.01.2020

মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

বিষয় : সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	হেলালুদ্দীন আহমদ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার স্থান	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের সভা কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	১৬ জানুয়ারি ২০২০, বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়।

২। **আলোচনা:**

(ক) সভাপতির অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) সভায় বলেন, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৬তম সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে সড়কের শৃঙ্খলা জোরদারকরণ ও দুর্ঘটনা হ্রাসে করণীয় নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব শাহজাহান খান, এমপি মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ১১১টি সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। এর মধ্যে ৩৯টি সুপারিশ স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট (**পরিশিষ্ট-খ**)। উক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্সের ১ম সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়কে সভাপতি করে ১২(বার) সদস্যের এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(খ) সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এ কমিটিতে তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা জেলা প্রশাসন ও শিল্প পুলিশের প্রতিনিধি, বুয়েট এর দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সহ-সভাপতি জনাব মোঃ সাদিকুর রহমান হিরু এবং সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ আলী শুভা-কে কো-অপ্ট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(গ) সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নের সভায় উপস্থিত সকলের মতামত আহ্বান করা হয়। আগামী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে এ কমিটির সকল সদস্যের সমন্বয়ে একটি কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত কর্মশালায় স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। **সিদ্ধান্ত:**

(ক) এ কমিটিতে তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা জেলা প্রশাসন ও শিল্প পুলিশের প্রতিনিধি, বুয়েট এর দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সহ-সভাপতি জনাব মোঃ সাদিকুর রহমান হিরু এবং সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ আলী শুভা-কে কো-অপ্ট করা হয়।

(খ) আগামী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে এ কমিটির সকল সদস্যের সমন্বয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। উক্ত কর্মশালায় সার্বিক পর্যালোচনা করে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে।

(গ) এলজিইডি উক্ত কর্মশালা আয়োজন করবে এবং কর্মশালাটি আয়োজন করার বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি দায়িত্ব পালন করবে:

১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি - আহ্বায়ক
২। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
৩। বেগম সায়লা ফারজানা, যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ-সদস্য
৪। জনাব আ. ন. ম. ফয়জুল হক, উপসচিব (সিটি-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য
৫। জনাব মোঃ লোকমান হোসেন মোল্লা, পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ - সদস্য-সচিব

৪। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/১/২০২০

হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও
সভাপতি, উক্ত কমিটি

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

সভাপতি : জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

তারিখ ও সময় : ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ, বিকাল ৩:০০ টা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দপ্তর/সংস্থা	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১.	[illegible]	[illegible]	01712564464	[signature]
২.	শাহ মো: ইমদাদুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	01709940000	[signature] ১৬.১.২০২০
৩	খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি.	০১৯১১৫২৮৫৯ ৫৩	[signature] ১৬/১/২০২০
৪.	মো: হারুন-অর-রশীদ, DIG	Highway police	01769691001	[signature] 16.1.20
৫.	বাসুদেব বনিক, যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক-দক্ষিণ)	DMP	01713-398355	[signature] ১৬-০১-২০২০
৬	এ কে এম মোশাররফ হোসেন মিয়াজী, এআইজি (ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট)	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ঢাকা	01769693874	[signature]
৭	বিপুল চন্দ্র বনিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	এলজিইডি	০১৭১১০০৯৯৫৬	[signature] ১৬/১/২০
৮	কাজী মো: বোরহান উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	01711035906	[signature] ১৬.০১.২০
৯	[illegible], নি:প্র:, ট্রাফিক	DSCC	01715341533	[signature]
১০	মো: ফরহাদ, নির্বাহী প্রকৌশলী	DNCC	01775468045	[signature]
১১	মোহাম্মদ বুলবুল হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	01730782573	[signature]
১২	হাসানুল কবির, সহ-সাধারণ সম্পাদক	বাংলাদেশ ট্রাক-কভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি	0171-5771184 bsahasanul@gmail.com	[signature]
১৩.	মো: [illegible], পরিচালক (রোড সেফটি) বি:আর:টি:এ:	বিআরটিএ	01711-371675 des@brta.gov.bd	[signature] ১৬/১/২০২০
১৪.	আ. ন. ম. ফয়জুল হক, DS, ঐ	LGD	017x576667 faizulh@yahoo.com	[signature]

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

সভাপতি : জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

তারিখ ও সময় : ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ, বিকাল ৩:০০ টা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দপ্তর/সংস্থা	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
15	মো: [illegible]	[illegible]	0171421613৪	[signature]
16.	ওসমান আলী	সহকারী [illegible] বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন [illegible], ঢাকা	01611624210	[signature]
১৭.	সায়লা ফারজানা যুগ্মসচিব	LGD	01711326254 sailafarzana1971@gmail.com	[signature]

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সচিবের দপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.০৬.০৫৮.১৯-৬৯৮ তারিখ: ০৫-১২-২০১৯খ্রিঃ

বিষয় : সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্সের ১ম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ ।

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্সের ১ম সভা গত ২৪-১১-২০১৯ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টাস্কফোর্সের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার কার্যবিবরণী নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

(মোঃ লিয়াকত আলী)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৪৫৪৬৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২ জনাব শাজাহান খান, এমপি, কার্যকরী সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ঢাকা
০৩. সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা
০৫. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবলয়, ঢাকা
০৮. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
০৯. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
১২. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা
১৫. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
১৭. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ(ডিএমপি), ৩৬ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরনী, রমনা, ঢাকা
১৮. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ(ডিটিসিএ), নগর ভবন, ঢাকা
১৯. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, নতুন এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা
২০. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১। অতিঃ সচিব (ন,উঃ-১/২)
২। যুগ্ম-সচিব-নঃউঃ-১/২
৩। উপ-সচিব-/সিঃসঃস-সিঃকঃ-১/২,পৌ-১/২
অতিরিক্ত সচিব (নঃউঃ)
নম্বর ২৬ তারিখ ১১/১২/১৯
উপসচিব (সি.ক.-১/২)
অতিরিক্ত সচিব (নঃ উঃ-১ অঃ)
11 DEC 2019
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রাপ্তির তারিখ ১০/১২/১৯
নম্বর ১১৪৩

২১. অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ, ৩৪ শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
২২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা
২৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা
২৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ, বিশিষ্ট কলামিস্ট ও গবেষক, ফ্ল্যাট-৫/ডি, বাড়ী-২৫, রোড-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা
২৫. ড. শামসুল হক, অধ্যাপক, পুর কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা
২৬. জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, কারিতাস প্লাজা, ১০৫ বড় মগবাজার, ঢাকা
২৭. জনাব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ইউনিক হাইটস, শাহাবাগ, ঢাকা
২৮. জনাব মোঃ ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
২৯. জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা
৩০. নির্বাহী পরিচালক, ব্রাক , ব্রাক সেন্টার, ৭০ মহাখালী, ঢাকা
৩১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, আহসানউল্লা ভবন, ২৫৭/ক বাগবাড়ী, গাবতলী, ঢাকা
৩২. সভাপতি, বাংলাদেশ প্রাইম মুভার এসোসিয়েশন, নিউমুরিং এনটিভি ০১নং গেইট, মাদ্রাসা বিল্ডিং, চট্টগ্রাম
৩৩. জনাব মো: ছাদিকুর রহমান হিরু, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য</u>

০১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

০২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(কার্যবিবরণী সংযুক্ত)

০৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

০৪. অতিরিক্ত সচিব(এস্টেট) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ১১১ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স এর ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব আসাদুজ্জামান খান
মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সভার তারিখ : ২৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বেলা ১ টা

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত সাবেক মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপিসহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি জানান, গত ১৭-০২-২০১৯ খ্রি: তারিখে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৬তম সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে সড়কের শৃঙ্খলা জোরদারকরণ ও দুর্ঘটনা হ্রাসে করণীয় নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব শাজাহান খান, এমপি মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ১১১টি সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সুপারিশসমূহকে ৩টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। আশু করণীয়, স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি। মোট ১১১টি সুপারিশের মধ্যে আশু করণীয় ৫০টি, স্বল্প মেয়াদি ৩২টি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ২৯টি। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা চলমান থাকায় জানুয়ারি ২০২০ থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়াসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিআরটিএ, বাংলাদেশ পুলিশ (হাইওয়ে/মেট্রোপলিটন/জেলা পুলিশ) এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তামূলক সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- দূরপাল্লার ট্রাক চালকদের বিশ্রামের জন্য ইতোমধ্যে ৪টি বিশ্রামাগার নির্মাণের একটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ দক্ষ ড্রাইভার তৈরীর কার্যক্রম (BRTC ও BMET কর্তৃক) চলমান রয়েছে।
- ৩ লক্ষ ভারী মোটরযান চালক সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- বিআরটিএ কর্তৃক গাড়ীচালক, গাড়ীর মালিক/শ্রমিক পথচারী, শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টদের সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার, ইত্যাদি বিতরণের মাধ্যমে প্রচার/প্রচারণা চালনার কার্যক্রম এবং চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়াদি ১ম শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের সচেতন করার জন্য বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের পক্ষ হতে বিভিন্ন স্কুলে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব প্রস্তাব করেন যে, সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় করে একাধিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কমিটি গঠন, এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কমিটি গঠন, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচারণা ও গণসচেতনতা বিষয়ক সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কমিটি গঠন, স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কমিটি গঠন ইত্যাদি। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে টাস্কফোর্সে কো-অপ্ট করা যেতে পারে। এছাড়া প্রয়োজনে আরও সদস্য কো-অপ্ট করার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

সভাপতি, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সচিব মহোদয়ের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, যে ৪টি কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে তাদেরকে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে কাজ করতে হবে। আমাদেরকে সড়কের শৃঙ্খলা আনয়নসহ সড়ক দুর্ঘটনার হার ও সড়কে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে হবে। আজকে টাস্কফোর্সের প্রথম সভা হচ্ছে। আমাদেরকে টার্গেট নির্ধারণ করে কাজ করতে হবে এবং কোন কোন জায়গায় সমস্যা আছে তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

সভাপতি আরও বলেন, বিআরটিএ'র জনবলের ঘাটতিসহ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, রাস্তার ত্রুটি/বিচ্যুতি, ট্রাফিক পুলিশের সমস্যা, জনসচেতনার অভাব, আইন অমান্য করার প্রবণতা ইত্যাদি বিবেচনায় এনে কাজ করতে হবে। রাস্তার শৃঙ্খলা জোরদারকরণে বিআরটিএকে মূল ভূমিকা রাখতে হবে। তাছাড়া ঢাকা শহরে গাড়ী পার্কিং এর জন্য স্থান চিহ্নিত করে সিটি কর্পোরেশনকে সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।

জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন বলেন, টাস্কফোর্সের সভায় সচিবসহ সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। টাস্কফোর্স কোনো কমিটি নয় টাস্কফোর্স এর কার্যক্রম এনফোর্সমেন্টের অংশ।

আইজিপি মহোদয় বলেন, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবকে টাস্কফোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

জনাব শাজাহান খান, এমপি মহোদয় বলেন, সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সকলকে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। দুর্ঘটনা রোধে প্রস্তাবিত ৪টি কমিটি গঠনের মাধ্যমে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় আরও কিছু বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, বিআরটিএ'র জনবল খুবই সীমিত, জনবল বৃদ্ধি করে বিআরটিএ'কে শক্তিশালী করতে হবে। বিআরটিএ'র জনবল নুন্যতম ৩০০০ জন হওয়া প্রয়োজন।

			• উপযোগী স্থানসমূহে বহুতল পার্কিং নির্মাণ • ঢাকা মহানগরীতে যান চলাচলে শৃংখলা আনয়নে অত্যাধুনিক সিগনাল লাইট ব্যবস্থাপনা চালুর বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ	ডিসেম্বর, ২০২১) এবং পরীক্ষামূলক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা (জুন, ২০২২)	
৪৭	মহাসড়কে ট্রাক চালকদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার ও পার্কিং ব্যবস্থাসহ ট্রাক টার্মিনাল তৈরী করা। প্রতি জেলায় বাস, ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করা এবং পেট্রোল পাম্পগুলোতে ছোট পরিসরে চালকের বিশ্রামের ব্যবস্থাসহ খাবার, প্রার্থনার ব্যবস্থা করা। ট্রাক টার্মিনাল পরিচালনার জন্য মালিক, শ্রমিক ও সরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা। টার্মিনাল ব্যবস্থাপনায় চাঁদাবাজি, হয়রানি, দখল নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পরিবহন সেক্টরে চাঁদা ও টোল আদায়ের নামে অনিয়ম এবং ওজন স্কেলে জরিমানার নামে অনিয়ম দূর করার লক্ষে সড়ক পরিবহন আইন -২০১৮ এর ধারা ৩৮ এ টার্মিনাল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং চাঁদাবাজি নিষিদ্ধ করণের বিষয়ে যে নির্দেশণা প্রদান করা হয়েছে তা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা।	– স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• মহাসড়কে ট্রাক চালকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার ও পার্কিং ব্যবস্থাসহ ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং নির্মাণ • ট্রাক টার্মিনাল পরিচালনার জন্য মালিক, শ্রমিক ও সরকারি প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা। • টার্মিনাল ব্যবস্থাপনায় চাঁদাবাজি, হয়রানি, টার্মিনাল ব্যতিত অন্য কোন স্থানে টোল বা চাঁদা নিষিদ্ধকরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন। • পরিবহন সেক্টরে চাঁদা ও টোল আদায়ের নামে অনিয়ম এবং ওজন স্কেলে জরিমানার নামে অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৮ এ টার্মিনাল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং চাঁদাবাজি নিষিদ্ধ করণের বিষয়ে যে ৩টি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তদারকিকরণ	২ বছর ৬ মাস ১ বছর ২ বছর	
৪৯	যে কোনো সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ৫% অর্থ Road Safety এর জন্য বরাদ্দ রাখা যা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সড়কের প্রকৌশলগত ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও হ্রাস জরুরী চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়, গবেষণা , মোটরযান চালকের প্রশিক্ষণ, সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম ও প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠিকে সচেতন করার কাজে ব্যয় হবে। এতে করে একটি সড়ক প্রকল্পের প্রথম থেকেই সড়ক নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যাবে।	– ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা দক্ষিণ সিটি – কর্পোরেশন – স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর – সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর	• রাস্তার প্রকৌশলগত ত্রুটি চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় কারিগরী ব্যবস্থা গ্রহণ ○ Inspection/Audit, Intersection Improvement • Mobile Maintenance Team ও One Stop Service কে উন্নত প্রশিক্ষণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর করা স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে গণউদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা। তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৩ বছর	

ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন কমিটি:

১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-সভাপতি
২. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-সদস্য
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ-সদস্য
৪. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-সদস্য
৫. অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-সদস্য
৬. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি-সদস্য
৭. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি-সদস্য
৮. হাইওয়ে পুলিশ এর প্রতিনিধি-সদস্য
৯. যুগ্ম প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-সদস্য
১০. শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি-সদস্য
১১. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি-সদস্য
১২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রোড সেফটি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-সদস্য
১৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ-সদস্য
১৪. জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিসচা-সদস্য
১৫. পরিচালক, রোড সেফটি, ব্র্যাক-সদস্য
১৬. পরিচালক (ইঞ্জি:/অপাঃ/প্রশিক্ষণ/প্রশাসন/রোড সেফটি/এনফোর্সমেন্ট), বিআরটিএ-সদস্য
১৭. প্রতিনিধি, এআরআই-সদস্য
১৮. প্রতিনিধি, এলজিইডি-সদস্য
১৯. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি-সদস্য
২০. সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন-সদস্য
২১. চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি জেনারেল, বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন-সদস্য
২২. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি-সদস্য
২৩. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ-সদস্য-সচিব

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবে। আগামী টাস্কফোর্স সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে কর্মপরিকল্পনা টাস্কফোর্সের সভাপতির নিকট উপস্থাপন করবে।
- কমিটি প্রয়োজনে উপযুক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

খ) এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন কমিটি

১. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সভাপতি
২. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি- সদস্য
৩. অতিরিক্ত আইজিপি, হাইওয়ে পুলিশ-সদস্য
৪. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি-সদস্য
৫. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি-সদস্য
৬. আইজিপির প্রতিনিধি-সদস্য
৭. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা জোন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-সদস্য
৮. ডিআইজি, নৌ-পুলিশ-সদস্য
৯. মহাপরিচালক, র‍্যাব এর প্রতিনিধি-সদস্য

১০. বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি-সদস্য
১১. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি -সদস্য
১২. সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন -সদস্য
১৩. চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি জেনারেল, বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন-সদস্য
১৪. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি-সদস্য
১৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, প্রাইম মুভার এসোসিয়েশন-সদস্য
১৬. পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট), বিআরটিএ-সদস্য সচিব

- এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবে। আগামী টাস্কফোর্স সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে কর্মপরিকল্পনা টাস্কফোর্সের সভাপতির নিকট উপস্থাপন করবে।
- কমিটি প্রয়োজনে উপযুক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

গ. সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচারণা ও গণসচেতনতা বিষয়ক সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি

১. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়- সভাপতি
২. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ-সদস্য
৩. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি-সদস্য
৪. অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), ডিএমপি-সদস্য
৫. হাইওয়ে পুলিশের প্রতিনিধি-সদস্য
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-সদস্য
৭. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি-সদস্য
৮. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি-সদস্য
৯. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি-সদস্য
১০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি-সদস্য
১১. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতিনিধি-সদস্য
১২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি-সদস্য
১৩. জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিসচা - সদস্য
১৪. ব্র্যাকের প্রতিনিধি-সদস্য
১৫. প্রতিনিধি, এআরআই-সদস্য
১৬. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি-সদস্য
১৭. সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি-সদস্য
১৮. বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি-সদস্য
১৯. বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির প্রতিনিধি-সদস্য
২০. প্রাইম মুভার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি-সদস্য
২১. পরিচালক (রোড সেফটি), বিআরটিএ-সদস্য সচিব

- সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচারণা ও গণসচেতনতা বিষয়ক সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবে। আগামী টাস্কফোর্স সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে কর্মপরিকল্পনা টাস্কফোর্সের সভাপতির নিকট উপস্থাপন করবে।
- কমিটি প্রয়োজনে উপযুক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

ঘ. স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন কমিটি

১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-সভাপতি
২. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-সদস্য
৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-সদস্য
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ/উত্তর সিটি কর্পোরেশন-সদস্য
৫. আইজিপি'র প্রতিনিধি-সদস্য
৬. ডিএমপির প্রতিনিধি-সদস্য
৭. হাইওয়ে পুলিশের প্রতিনিধি-সদস্য
৮. যুগ্মপ্রধান, স্থানীয় সরকার বিভাগ-সদস্য
৯. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি-সদস্য
১০. সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি-সদস্য
১০. বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির প্রতিনিধি-সদস্য
১১. বাস/ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি-সদস্য
১২. পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ-সদস্য সচিব

- কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবে। আগামী টাস্কফোর্স সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে কর্মপরিকল্পনা টাস্কফোর্সের সভাপতির নিকট উপস্থাপন করবে।
- কমিটি প্রয়োজনে উপযুক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। টাস্কফোর্সের পরবর্তি সভা ২ মাস পর অনুষ্ঠিত হবে।

৪। কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এর প্রতিনিধির নাম, পদবীসহ মনোনয়নের জন্য অনুরোধ করতে হবে।

৫। টাস্কফোর্স এর সভায় প্রতিনিধি না পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

৬। ১১১ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটিকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী টাস্কফোর্স সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।

৭। ঢাকা শহরে গাড়ী পার্কিং এর স্থান নির্ধারণ করে সিটি কর্পোরেশন সাইনবোর্ড লাগাবে। এ বিষয়ে ডিএমপি এবং ডিটিসিএ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

অতঃপর আর কোনো আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষাণা করেন ।

আসাদুজ্জামান খান
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, টাস্কফোর্স